সংস্কৃতি ও সভ্যতা(Culture and Civilisation)

সমাজবদ্ধ মানুষের বিশিষ্ট পরিচয় হল তাদের সংস্কৃতি। সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি সকল যুগের এবং সকল জায়গায় মানব সমাজেরই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা মনুষ্যেতর জীবেদের মধ্যেও সমাজবদ্ধতার অস্তিত্ব অল্পবিস্তর হলেও দেখতে পাই, যা মানব সমাজে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনুষ্যেতর জীবেদের সমাজে সংস্কৃতি বলে কোন কিছু আমরা দেখতে পাই না। তাই সংস্কৃতি হল মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। বস্তুতপক্ষে মানুষের যাবতীয় অনুপম বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা যায় সংস্কৃতির মাধ্যমে।

সমাজ-নৃতাত্ত্বিক (Social anthropologist) টাইলর (Tylor) 'সংস্কৃতি' বা 'কৃষ্টি' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলেছেন, সমাজস্থ মানুষের সকল সামর্থ্য ও অভ্যাস কৃষ্টি বা সংস্কৃতির অর্ন্তভূক্ত। মানুষের জৈবিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধনের জন্য তার আন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত কর্মের সমষ্টি হল কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। 'জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা ইত্যাদি যা কিছু দক্ষতা ও অভ্যাস সমাজের সদস্যরূপে মানুষ আয়ত্ত করে, সে সবই তার সংস্কৃতির অর্ন্তগত। 'সভ্যতা' শব্দটিকেও অনেকে এপ্রকার ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলেছেন যে, সমাজে বসবাস করে মানুষ যা কিছু আয়ত্ত করে এবং যা তার জীবনকে পশুর জীবনে উন্নীত করে সে সবই সভ্যতার অর্ন্তগত।

এই ব্যাপক অর্থে ‘সভ্যতা’ কেবল সামাজিক অগ্রগতিকেই অর্ন্তভূক্ত করে না, মানুষের জীবনের অপরাপর দিকও, যা তাকে পশুর জীবন থেকে ভিন্ন করেছে সে সবও অর্ন্তভূক্ত হয়। এই ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকার কথা নয় এবং আরও মানতে হয় যে, সমাজের পরিবর্তনের ফলে বন্য, বর্বর, অসভ্য মানুষ যেমন ক্রমশঃই সভ্য হয়েছে তেমনি ক্রমশঃই সংস্কৃতিবানও হয়েছে। এমনক্ষেত্রে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করে থাকি।

জার্মান দার্শনিক কান্টই (Kant) সর্বপ্রথম সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের উল্লেখ করে বলেন যে, সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকে (নৈতিক) মূল্যবোধ আর সভ্যতার সাথে যুক্ত থাকে উপযোগিতা। অর্থাৎ কৃষ্টি বা সংস্কৃতির তাগিদ আসে অন্তর থেকে, আত্মবিশ্বাসের তাগিদ; আর সভ্যতার তাগিদ আসে বাইরে থেকে, স্থূল প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তিকে আয়ত্ত করে তাকে জৈবিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো হচ্ছে সভ্যতা, আর শুধুই আনন্দের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আত্মিক প্রকাশ হচ্ছে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি।

সমাজতত্ত্ববিদ্ জিসবার্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘সভ্যতা হচ্ছে বাহ্যিক, যান্ত্রিক, হিতজনক, যার বিষয় কেবল লক্ষ্য লাভের উপায়; আর সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের একান্ত অঙ্গীভূত, অভ্যন্তরীণ, যার বিষয় শুধুই লক্ষ্য’। ম্যাকাইভার এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা যা তাই হল আমাদের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি; আমাদের যা আছে, যাদের আমরা প্রয়োজন সাধনের জন্য ব্যবহার করি, তাই হল আমাদের সভ্যতা’। ম্যাথু আরনল্ড (Mathhew Arnold) বলেন, ‘সভ্যতা হল কিছু পাওয়া, আর সংস্কৃতি হল কিছু হওয়া’; সভ্যতার আবেদন হচ্ছে ‘বাইরের জগতের কিছু পেতে হবে’, আর সংস্কৃতির আবেদন হচ্ছে ‘তোমাকে কিছু হতে হবে’।

জীবনের স্থূলপ্রয়োজন সাধনের জন্যই সভ্যতার সৃষ্টি, আর সংস্কৃতি হচ্ছে আত্মিক বিকাশ, আত্মোপলব্ধি। সত্য-শিব-সুন্দরের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ। সভ্যতার লক্ষণ বাহ্যিক উন্নতি, কিন্তু সংস্কৃতির লক্ষণ আত্মিক উৎকর্ষ। সভ্যতার আছে পরিমাপ; কিন্তু সংস্কৃতিকে মাপা যায় না। মানুষ তার জৈব প্রয়োজনে, আত্মরক্ষার জন্য, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করে; মাছ ধরার জন্য, যাতায়াতের জন্য নৌকা নির্মাণ করে, এসব সভ্যতার নিদর্শন। কিন্তু মানুষ যখন তার বসবাসের গৃহটিকে আল্পনা দিয়ে সুসজ্জিত করে, নৌকার 'গলুই'য়ে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে তখন তা হল সংস্কৃতি, কেননা কোন বিনিময় মূল্যের জন্য সে ঐসব করে না। ঐ সব করে কেবল নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, শুধুই আনন্দ। সভ্যতার তাই প্রকাশ পায় উপকরণের বাহুল্যে, সংস্কৃতি প্রকাশ বিরল সুষমায়, আর কিছুই তার প্রয়োজন হয় না। সভ্যতা মানুষকে দেয় শক্তি, সম্পদ, প্রতিপত্তি, সুখ; সংস্কৃতি দেয় অনাবিল আনন্দ।

ম্যাকাইভার ও পেজ একটি টাইপ যন্ত্র ও সেই টাইপ যন্ত্রের দ্বারা টাইপ করা একটি কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ছাপাখানা, লেদযন্ত্র ও অন্যান্য কারখানা ইত্যাদির মতো টাইপ যন্ত্রও এমন এক বিষয় যার মূল্য নির্ধারিত হয় তার উপযোগিতার দ্বারা। এসবই কোন-না-কোন লক্ষ্য সাধনের উপায়রূপে মূল্যবান। এসব মূল্যবান পদার্থ সভ্যতার অবদান। কিন্তু একটি চিত্র, নাটক, নোভেল, উপন্যাস, খেলা, দর্শন ইত্যাদির মতো ঐ কবিতাটির কোন বিনিময় মূল্য নেই, তা স্বতঃমূল্যবান - যাদের আমরা কোন বিনিময়মূল্যের প্রত্যাশায় রচনা করি না। কেবল নিজেকে প্রকাশ করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ সব সৃষ্টি করি বা রচনা করি। এ সবই কৃষ্টি বা সংস্কৃতির অর্ন্তগত। সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক প্রয়োজন সাধন করে; সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মিক অভিব্যক্তি হয়।

তবে, সভ্যতার অবদান মাত্রই প্রযুক্তির অবদান জড়যন্ত্র বা ভৌতিক পদার্থ নয়। সভ্যতার এমন অনেক অবদান আছে যা অযান্ত্রিক বা অভৌতিক। যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-কানুন ইত্যাদি। অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির সাথে কিছুটা মূল্যবোধ জড়িত থাকলেও তাদের সংস্কৃতির অর্ন্তগতরূপে গ্রহণ করা যাবে না, কারণ তাদের কোন স্বকীয় মূল্য নেই। তারা প্রত্যেকেই কোন লক্ষ্য সাধনের উপায়মাত্র। কিন্তু সংস্কৃতির লক্ষ্য সংস্কৃতিই, অন্য কিছু নয়। অবশ্য অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ যন্ত্রজাতীয় পদার্থকে ‘প্রযুক্তিকেন্দ্রিক’(technological) সভ্যতার অবদান আর রাজনীতি প্রবভৃতিকে ‘সমাজকেন্দ্রীক’ (social) সভ্যতার অবদান বলেছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আরও কিছু পার্থক্য তুলে ধরেছেন যা আমরা এখন একে একে আলোচনা করতে পারি।

১) সংস্কৃতি হল অন্তস্থ ও আঙ্গিক, কিন্তু সভ্যতা বাহ্যিক ও যান্ত্রিক। সংস্কৃতি আত্মিক গুণাবলী নির্দেশ করে। আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে আমাদের ভিতরকার মূল্যবোধ, গুণাবলী, আদর্শ-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি, ধর্ম, শিল্পকলা, আমোদ-প্রমাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে। অপরপক্ষে সভ্যতা হল বাহ্যিক বিষয় বা জিনিস। সভ্যতার অর্ন্তগত যাবতীয় পার্থিব ও শিল্প সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি বা কলাকৌশল এবং মানবজীবনকে প্রভাবিত করে এমন যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন।

২) সভ্যতার উপাদানসমূহ বস্তুভিত্তিক ও বাহ্যিক। তাই সভ্যতার গুণ-মান ও উপযোগিতা যাচাই করা যায় এবং এইভাবে সভ্যতাকে সরাসরি খুশিমত গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একথা খাটে না। এপ্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, 'Civilization is borrowed without change or loss, but not culture'। কোন একটি দেশ অন্য একটি দেশের সভ্যতা সম্পদ সরাসরি ও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কারণ সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে নকল করা যায় না।

৩) সভ্যতা পরিমাণ করার একটি নির্ধারিত মাণদণ্ড আছে। কিন্তু সংস্কৃতি পরিমাপের কোন মাণদণ্ড নেই। এপ্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন , 'Civilization has a precise standard of measurement but not culture'। সংস্কৃতি পরিমাপের ব্যাপারে কোন সর্বজনস্বীকৃত ও নিরপেক্ষ মাণদণ্ড নেই। তার মূল কারণ হল সংস্কৃতির উপাদান মূলত প্রতীকমূলক। সংস্কৃতির বিচার হয় ব্যক্তি-মানুষের রুচি ও মানসিক উৎকর্ষের মাণদণ্ডে। সভ্যতার বাস্তব উপযোগিতা আছে এবং সভ্যতার প্রায়োগিক দিক আছে।

স্বভাবতই বাস্তব উপাদান সমূহের কর্মকুশলতা ও বাহ্য প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সভ্যতার পরিমাপের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য নিরপেক্ষ মাণদণ্ড পেতে কোন অসুবিধা হয় না। যেমন সভ্যতার ক্ষেত্রে আগেকার গরুর গাড়ীর তুলনায় এখনকার রেলগাড়ী অনেক বেশী উন্নত ও ক্ষমতাশীল। কিন্তু সংস্কৃতি উপলব্ধির বিষয়। মানুষের পছন্দ ও রুচির ব্যাপারে কোন সাধারণ ও স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কারণ পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি দেশ-কাল ও পাত্রাপাত্রভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং তাই হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন কোন একটি গান কারুর কাছে মধুর হতে পারে, আবার করুর কাছে তা অসুন্দর প্রতিপন্ন হতে পারে।

৪) সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান বা যাবতীয় অবদান আয়ত্ত করা সহজেই সম্ভব হয়। স্বভাবতই সভ্যতার সৃষ্টি-সম্ভার ব্যবহার বা ভোগ করার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের তেমন কোন অসুবিধা থাকে না। আবার সভ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রেও পাওয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়। এর প্রধান কারণ হল সংস্কৃতির উপাদানগুলি প্রতীকমূলক এবং এই সকল উপাদান প্রত্যেকেরই নতুন করে অর্জন বা আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণে সংস্কৃতির বিস্তার হল আয়াসসাধ্য ব্যাপার এবং যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু সভ্যতার সহজেই বিস্তার ঘটে। সংস্কৃতির উপাদানসমূহ উপলব্ধি করা মোটেই সহজসাধ্য বিষয় নয়। যেমন সুর-তালের সম্যক জ্ঞান সম্পন্ন সমঝদার শ্রোতা ব্যতিরেকে অন্য কারও পক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উপলব্ধি বা উপভোগ করা সম্ভব নয়। অথচ সামান্য ব্যবহারিক জ্ঞান পেলেই অতিসাধারণ মানুষও বুঝে নিতে পারে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারবিধি।

৫) সভ্যতার ধর্ম হল ধারাবাহিক অগ্রগতি। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা হয় না। সভ্যতার ক্রমোন্নতির মত সংস্কৃতির ক্রমোন্নতি ঘটে না। এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, 'Civilization is always advancing, but not culture'। সভ্যতার সকল উপাদানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ধারাবাহিক অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সভ্যতা সব সময় পুরাতন থেকে নতুন, উন্নত থেকে উন্নততর হয় এবং হচ্ছে। কিন্তু সভ্যতার গতিপথের মত সংস্কৃতির গতিপথ সবসময় সরল, সম্মুখবর্তী ও একমুখী নয়। সংস্কৃতি অনেক সময় ক্রমোন্নতির পরিবর্তে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। অনেক সময় সংস্কৃতির গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আবার এই গতি আঁকা-বাঁকা, এমনকি পশ্চাদমুখীও হয়।

৬) সভ্যতার অংশীদার হওয়ার পথে তেমন কোন বাধা থাকে না। অর্থাৎ সহজেই সভ্যতার অংশীদার হওয়া যায়। এই কারণে সভ্যতার উপাদান ও অবদানসমূহ অনায়াসে এক দেশ-কাল-জাতির থেকে অন্য দেশ-কাল-জাতির মধ্যে সত্বর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সংস্কৃতির অংশীদার হওয়া সহজ নয়। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে সংস্কৃতির অংশীদার হতে পারে না। আর তাই সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সহজে বা সত্বর বিস্তার লাভ করতে পারে না।

৭) সভ্যতার মূল কথা হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। অর্থাৎ ফল অর্জন করা বা পরিণতি লাভ করা। এই কারণে সভ্যতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রকট প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতির বেলায় তা হয় না। কারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা পরিণতি একেবারে তাৎপর্যহীন। সংস্কৃতি হল নিজেই নিজের লক্ষ্য। কাজটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখাই যায় না।

৮) সভ্যতার থেকে সংস্কৃতির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। সভ্যতার অবদানসমূহ হল বস্তুগত সম্পদ। এ সবের ব্যবহারিক মূল্য অস্বীকার্য। কিন্তু বস্তুগত সম্পদ-সামগ্রীর মূল্য ও উপযোগিতা কালের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী বহু ও বিভিন্ন অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের দ্রব্য-সামগ্রী প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত ও উৎপাদিত হচ্ছে। তার ফলে আগেকার দ্রব্য-সামগ্রীর উপযোগিতা ও কদর কমছে। এই সভ্যতার উপাদানসমূহের পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে না এমন নয়। তবে সমাজজীবনে একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তাৎপর্য কালের গন্ডীকে অতিক্রম করে যায়।

৯) সভ্যতার উপাদানসমূহের গুণগতমানের উন্নতি সাধন অনেকের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু সংস্কৃতির পক্ষে তা সম্ভব নয়। যেমন বিশিষ্ট কোন বিজ্ঞানীর দ্বারা আবিষ্কৃত সভ্যতার বিশেষ কোন উপাদান অপেক্ষাকৃত কোন সাধারণ মানুষের উদ্যোগের ফলে উন্নত হতে পারে। রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের দ্বারা, পরবর্তীকালে কুশলী যন্ত্রবিদ্‌দের দ্বারা সভ্যতার এই সকল সম্ভারের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত যে-কোন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এ কথা সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একথা খাটে না। কোন সাধারণ মানুষ সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন রকম উন্নতি সাধন করতে পারে না। এ সকল ক্ষেত্রে কেবল সমমানের সাহিত্যিক, শিল্পী বা কলাকুশলী উন্নতি সাধনে সক্ষম। অন্য কেউ তা পারে না।

১০) সভ্যতা মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে এবং শক্তি যোগায়। অপরপক্ষে মানুষের মানসিক ও আত্মিক পরম সুখের উৎস হল সংস্কৃতি। মানুষ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্ভার সূত্রে সতত পরম সুখ ও আনন্দ লাভ করে। সংস্কৃতি মানুষকে পরিতৃপ্ত ও আনন্দে আপ্লুত করে। আর এই আনন্দ হল আত্মিক আনন্দ। সংস্কৃতি মানুষের সুকুমার বৃত্তি সমূহের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে মহৎ করে। অপরপক্ষে মানুষ সভ্যতার মাধ্যমে জীবজগৎ, বস্তুজগৎ ও প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। সভ্যতার সূত্রে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করে । এই শক্তি বা ক্ষমতাকে মানুষ কল্যাণকর কাজে লাগাতে পারে, আবার অকল্যাণকর কাজেও লাগাতে পারে। যেমন অণবিক সভ্যতার এক বিশেষ অবদান হল পারমানবিক বোমার আবিষ্কার। এই বোমা দ্বারা মানুষ মানবিক কল্যাণ সাধন করতে পারে, আবার বিধ্বংসী ও নাশকতামূলক কাজেও লাগাতে পারে। অর্থাৎ সভ্যতার অবদানসমূহের একটা ক্ষতিকর দিকও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেরকম ঘটার কোন কারণ নেই।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ